সমকাল

তারিখ: 19 JUN 2017
পৃষ্ঠা: 6 কলাম: ...

মেডিকেল শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাশ্রম

এভাবেই থাকুন মানুষের পাশে

রাজধানীবাসীর দৃষ্টি কেড়েছে অন্যরকম এক দৃশ্য। গত ১৭ জানুয়ারি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মশক নিধনে নেমেছিলেন সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের ১০ হাজার শিক্ষার্থী। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নগরের ৯২টি ওয়ার্ডে ঘুরেছেন। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকা ডাবের খোসা, মাটির হাঁড়ি, ড্রাম, ক্যান, বোতল, পুরনো টায়ার-টিউব ইত্যাদি থেকে পানি অপসারণ করেছেন। এমন আধা-অস্বচ্ছ পানিতেই চিকুনগুনিয়ার বাহক এডিস মশার বংশবিস্তার ঘটে। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝিয়েছেন– সপ্তাহে একদিন জমে থাকা পানি ফেলে দিন। বিভিন্ন বাসায় গিয়ে চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত রোগীদের পরামর্শও দিয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। যদিও একসময় বন্যা, দুর্যোগসহ নানা সময়ে শিক্ষার্থীরা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থ ও পুরনো কাপড় সংগ্রহ করতেন। রাত জেগে স্যালাইন বানাতেন। সেসব নিয়ে দুর্গ এলাকায় ছুটতেন। ইদানীং এমন উদ্যোগে ভাটা পড়েছে। জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে– তরুণদের দেশভাবনা কি মিলিয়ে গেল, তারা কি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক প্রজাতিতে পরিণত হলো! মেডিকেল শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগ দেশবাসীর মধ্যে নতুন করে আশাবাদ জাগাল। সমগ্র তরুণদের সামাজিক অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এ কার্যক্রমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, সিটি করপোরেশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও অংশ নিয়েছিলেন। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

চিকুনগুনিয়া এখন আতঙ্কে পরিণত। রাজধানীতে এমন কোনো এলাকা নেই, যেখানে চিকুনগুনিয়া ছোবল হানেনি। এমনও পরিবার আছে– যার সদস্যরা সবাই আক্রান্ত । প্রবীণ ও শিশুদের জন্য এটি অসহনীয় ব্যাপার। ১ থেকে ৫ জুন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৫৭টি এলাকায় জরিপ চালিয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি এলাকায় ব্যাপক চিকুনগুনিয়াবাহী এডিস মশা দেখা গেছে। ডাবের খোসা, বোতল, টায়ার, মাটির হাঁড়ি ইত্যাদির মধ্যে শতকরা ৫২টির মধ্যেই জীবাণু পাওয়া গেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কারও পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে এ রোগ থেকে দূরে থাকার সুযোগ নেই। তাই এ জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রতিরোধ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরা সে প্রতিরোধ কর্মসূচির সূচনা করেছেন। আমরা আশা করব, এটি অব্যাহত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে নাগরিক সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার রাখে, তাহলে চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগ উৎস মূলেই নির্মূল হয়। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা সিটি করপোরেশনসহ কমিউনিটি নেতাদেরও সক্রিয় ভূমিকা আশা করি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর